প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

জুন-২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নাধীন। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৮টি নির্দেশনা বতর্মানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১)** ৩০/৬/২০১২ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৯৬৫.১৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৭৮% এবং বাস্তবঃ ৮০%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** ▪ জমি অধিগ্রহণের সমুদয় অর্থ জেলা প্রশাসক এর নিকট পরিশোধ করা হয়েছে। জমির মালিকদের জমির অর্থ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। জমি বুঝে নেয়া হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিদ্যমান গাছপালার মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। মাটি ভরাটের কাজ চলছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৮/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে **(প্রতিশ্রুতি নং-২)** ২২/০২/২০১১ খ্রি.	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। • এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৪৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫৮.৩০% এবং বাস্তব ৬৫%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। তবে, চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কিছু অসংগতি/ত্রুটি থাকা তা সংশোধনের নিমিত্ত প্রকল্পটির মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৩/১২/২০২০ তারিখে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও পরিকল্পনা কমিশন হতে অদ্যাবধি সম্মতি/ মতামত পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে প্রকল্পটির মেয়াদ ০২ দফায় ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৩/১২/২০২০ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হলে আইএমইডি জানায় যে, "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন ও অনুমোদন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্রের ৪নং অনুচ্ছেদে সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে করণীয় বর্ণিত রয়েছে। যেখানে আইএমইডি'র মতামতের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি"। পরবর্তীতে স্টিয়ারিং	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
			কমিটির ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তের অনুসরণে নির্ধারিত ছকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পুনরায় গত ০৪/০৩/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৮/০৩/২০২১ তারিখে জানানো হয় যে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতির অনুচ্ছেদ ৪.৩ ও ৪.৪ অনুসারে আলোচ্য মেয়াদ বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, গত ০২/০৫/২০২১ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুটি ও দিকনির্দেশনার আলোকে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি অর্থাৎ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব গত ১২/০৫/২০২১ তারিখে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। আইএমইডি হতে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ গত ১৮/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছে।	
০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ **(প্রতিশ্রুতি নং-৩)** ২৫/০২/২০১২ খ্রি.	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। • জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয় এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। • প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। • নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	**বর্তমান অবস্থা :** পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium- Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি'র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত সমঝোতা স্মারক গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি বিধায় গত ৩১-১২-২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২য় বার ১৪-১-২০২১ তারিখ হতে ১৪-৭-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদে সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিএসইসি বরাবর প্রেরণের জন্য Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম-কে ১৮-০২-২০২১ তারিখে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/২০২১ তারিখে Gentium- Damen কনসোর্টিয়াম এর সহিত ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন এর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বিএসইসি
০৪.	চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৪)** ১৮/০২/২০১২ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	• শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ২০-০১-২০২০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৩-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্রে সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী লাল শ্রেণীভূক্ত প্রকল্প হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থাগত ছাড়পত্র সন্নিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটিকে জিওবি অনুদানের কথা উল্লেখ থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় এনে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের **Environmental Impact Assessment (EIA)** সম্পাদনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। EIA সম্পন্ন করে ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১০-১২-২০২০ পরিকল্পনা	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
			কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ২১/০৩/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিক হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।	
০৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৫)** ২৪/১১/২০১১ খ্রি.	● প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৭২৩ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৮% এবং বাস্তব ৭৬%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়নসহ নির্মাণকাজের দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী যোগ্য দরদাতা পাওয়া যায়নি বিধায়, স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৩/০৩/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে মাটি ভরাটের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। গত ০৫/০৭/২০২০ তারিখে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র কর্তৃক মাটি ভরাট কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১২/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক
০৬.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৬)** ০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭১৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮৯৮২ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৪০% এবং বাস্তবঃ ৫৩%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** ■ প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাটের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। লেভেলিং এর কাজ চলছে। বাউন্ডারি ওয়ালের পাইলিং এর কাজ ২৫% সম্পন্ন হয়েছে। ৬তলা ভিতসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য গত ২৫/১/২০২১ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশাসনিক ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল, লেক রিজার্ভার নির্মাণের কাজ চলছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৩/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে গত ০২/০৬/২০২১ তারিখে আইএমইডিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বিসিক
০৭.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ	**(১)খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):** বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। 8০এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে	**খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি .(কেএনএমএল) :** ● কেএনএমএল এবং নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক মোট ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা কেএনএমএল-কে নওপাজেকো কর্তৃক পরিশোধ করবে।ইতিমধ্যে নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছে। সমঝোতা স্মারক মোতাবেক অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা অদ্যাবধি পরিশোধ না করায় সর্বশেষ গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অর্থ পরিশোধের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ-কে অনুরোধ করে	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
	(প্রতিশ্রুতি নং-৭) ০৫/৩/২০১১ খ্রি.	অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **(২) <u>দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</u>** মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। • উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে। • নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া গত ১২-০১-২০২১ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেএনএমএল কর্তৃক অর্থ পরিশোধের জন্য প্রধান নির্বাহী অফিসার, নওপাজেকো বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। • পাশাপাশি কেএনএমএল প্রাঙ্গণে একটি সালফিউরিক এসিড, ফসফরিক এসিড, এলাম প্লান্ট বা পেপার মিল স্থাপন বা অন্য কোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় EOI (Expression of Interest) নোটিশ ও এতদসংক্রান্ত দলিলাদি প্রস্তুতের জন্য ২২/০৯/২০২০ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন গত ২৪/১১/২০২০ তারিখে দাখিল করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে EOI নোটিশ ও এতদসংক্রান্ত দলিলাদি অনুমোদিত হয়েছে। EOI নোটিশ গত ১৫/০৩/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। **<u>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস :</u>** • ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. (দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস) সম্পদ, দায়-দেনা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের উপর বিসিআইসি'র মতামত ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মামলা সমূহের সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত গত ০৫-১১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক- • শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি অধিশাখা-কে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে"। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে অদ্যাবধি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৮)** ২৯/১২/২০১০ খ্রি.	▪ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।	• বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। • উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ▪ উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ▪ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪/০৫/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৯)** ০৬/৫/২০১০ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং "বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০।	• অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২৪.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬১৬.৯৪ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** **প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।**	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১০)** ২৯/০৩/২০১৮খ্রি	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর আয়তনের শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত আনা হয়। **বর্তমান অবস্থা :** ২১-০১-২০২০ তারিখে প্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্বিন্যাস করে ১০০০৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদের গত ১৪-০৭-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ০৫-১১-২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় । পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত গত ১৮/০৩/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে **(নির্দেশনা নং-১)** ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	▪ যেসব এলাকায় বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে সেখান থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ▪ ইতোমধ্যে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত "জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। ▪ বিসিক লেদার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক, মিরসরাই, চট্রগ্রাম স্থাপনের নিমিত্ত বেজা হতে ৩২২.৭০ একর জমি বরাদ্দ নিয়ে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে। ▪ ভবিষ্যতেও বিসিকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হবে।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে **(নির্দেশনা নং-২)** ১১/৫/২০১৬ খ্রি.	• মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। **মেয়াদ :** জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	▪ ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হলে উদ্যোক্তারা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর পরিবর্তে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার শিল্প পার্ক স্থাপন করতে বলেন। ▪ পরবর্তীতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' স্থাপনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল হতে ২১৪.০০ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। ▪ বিসিকের পুরকৌশল শাখা কর্তৃক ক্রস-সেকশনসহ পূর্তকাজের ড্রইং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ▪ বিদ্যুতের ব্যয় প্রাক্কলন এবং সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে বিসিক জানায়।	বিসিক
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে	**বিসিআইসি :** ●বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। ●বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। ●কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।	**বিসিআইসি :** ●নির্মানাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পে (GPUFP)তে ইটিপি অন্তর্ভূক্ত আছে। ●টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী টিএসপিসিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং, ডিজাইন, বিনির্দেশসহ ইকুইপমেন্ট লিস্ট সরবরাহ করা হয়েছে, যেগুলো গঠিত কমিটি ও ইটিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণান্তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইটেমের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন পূর্বক জোরগতিতে সিভিল ও মেকানিক্যাল কার্যক্রম চলমান আছে এবং নির্ধারতি সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ●কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-৩) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন** • বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত **বিসিক :** ▪ নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। ▪ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	**বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন** ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৬১২.৫০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৪৬.৬৩ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫৬.৯৫% এবং বাস্তব ৭৫%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** ১৪টি ইটিপি'র প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজ এবং বৈদেশিক যন্ত্রপাতি মিল সাইটে এনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মিল চালু থাকা সাপেক্ষে Trial Run পরবর্তীতে ২০২১-২২ মাড়াই মৌসুমে ইটিপি চালু করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৭/০৪/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিসিক :** ▪ বিসিকের মোট ৭৯টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিট ১৮৫টি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১১৬টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১০৭টি চালু ও ৯টি বন্ধ রয়েছে। ▪ ০৬টি ইটিপি নির্মাণধীন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে উল্লিখিত ইটিপিগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন ০৫টি ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন করতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদারকি জোরদার করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৩টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা হতে আঞ্চলিক পরিচালকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় কার্যালয় হতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।	সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, **SDG** এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনী ইশতেহার ইত্যাদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সামঞ্জস্য রেখে বিসিকও তার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। বিসিক স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ হাজার একর জমিতে ১০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। অনুরূপভাবে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ হাজার একর জমিতে ৪০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০৪১ পর্যন্ত যা সরকারের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০ টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	তুলতে হবে **(নির্দেশনা নং-৪)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.		লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিসিকের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন শিল্প খাতকে চিহ্নিত করে ৮১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৫)** ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	• পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। •গত ২১/১১/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহনের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG–HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। •উক্ত স্বাক্ষরিত ঋণ দুইটির বিপরীতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সমুহের অনুকুলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সভরেন গ্যারন্টি প্রদান করেছে। •মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত	প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৯-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত (অতিক্রান্ত সময়ের শতকরা হার নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ৫৬.৮২%)। (ক) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) বিবরণ | অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট | ১০,৪৬,০৯১.০০ অন্যান্য (বিডার ফিনান্সিং) | ৮,৬১,৬৭২.০০ জিওবি | ১,৮৪,৪১৯.০০ (খ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি •২০২০-২১ অর্থ বছরে নভেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪১৬০.৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৫২৫৪৩.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ১৭.২১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭০ %। (গ) Progress Payment সংক্রান্তঃ • গত ২৫-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখ হতে গত ২৫-১০-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারকে ৮টি Progress Payment বাবদ মোট ১২৫৫.৩৭ কোটি টাকা (JPY 7,278,975,000.00 + USD 220,383,684.00) পরিশোধ করা হয়েছে। (ঘ) প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা: • প্রকল্পের HAZOP (Hazard and Operability Study) শেষ হয়েছে। • প্রকল্পের Basic Engineering Design এর কাজ শেষ হয়েছে। • প্রকল্পের 3D Review প্রায় ০% শেষ হয়েছে। • Non-plant building এর Review শেষ হয়েছে। • সাধারণ ঠিকাদার কর্তৃক সকল Critical Equipment এর Purchase Order দেয়া হয়েছে। • Non-critical Equipment এর প্রায় ৭০% এর Purchase Order দেয়া হয়েছে। • Local Consultant নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি। বাস্তবায়নাধীন

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			• Foreign Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে RFP মূল্যায়নের কাজ চলছে। • বিসিআইসি এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদার COVID 19 এর মধ্যেও তাদের Sub-Contractor এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলি গত ১৬ আগষ্ট ২০২০ হতে শুরু করেছে- Renovation and Construction of Residence & Camp House for GC personnel ⇒ Fencing work at Lagoon Area ⇒ Concrete Batching Plant Works ⇒ Temporary Jetty Works ⇒ Construction of Temporary Ware House • ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে Demolition Works শুরু হয়েছে। • প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় আসা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি কনসাইনমেন্টে UG Pipe ও বিভিন্ন ফিটিংস প্রকল্প এলাকায় চলে এসেছে।পাইপ লাইনে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো ১৪টি consignment আছে। সাধারণ ঠিকাদারের পরবর্তী Schedule অনুযায়ী এই অর্থ বছরের মধ্যে প্রায় ৮০% মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় চলে আসবে। • সাধারণ ঠিকাদার CC7 এর ১২ জন প্রকৌশলী গত ২১-১০-২০২০ তারিখে প্রকল্প এলাকায় চলে এসেছে, ১৪ দিন Quarantine এ থাকার পর গত ০৫-১১-২০২০ তারিখে প্রকল্পের চলমান কাজে অংশগ্রহন করছে। পরবর্তীতে আরো ৯ জন প্রকৌশলী প্রকল্প এলাকায় এসেছে।	
০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৬)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	• বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। • শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	• বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ২৯৬টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। • ২৯-০১-২০২১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি এবং ৩০-০১-২০২১ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২৯৬টি প্লটের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। • ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২২ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৩৪টি প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৭)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিটাক** "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিতসহ লিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২। **বিআইএম** "ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। (ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। (খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।	**বিটাক** ● ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২০৫৯.১৪ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২৭.৬০%, বাস্তবঃ ৪০.০১%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৫ম স্লাব কাস্টিং, ৪র্থ তলার সিলিং এর প্লাস্টার ও ৪তলার ব্রিক ওয়াল এরক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬ষ্ঠ তলার কলাম, গ্রীল ও দরজার ফ্রেম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বগুড়া কেন্দ্রে ৬ষ্ঠ তলা ব্রিক ওয়াল, ১০ম তলা ফ্লোর স্লাব কাস্টিং ও ৮ম তলার ওয়ালের জন্য কংক্রিট ব্লক ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ম তলার রুফ স্লাব কাস্টিং এর জন্য সাটারিং, ভীম এর রড বাইন্ডিং, গ্রীল, দরজার ফ্রেম তৈরি, প্লাম্বিং পাইপ সেটিং কাজ চলমান রয়েছে। খুলনা কেন্দ্রের ৫ম স্লাব কাস্টিং, ৪র্থ তলার সিলিং এর প্লাস্টার ও ব্রিকওয়াল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৬ষ্ঠ তলার কলাম তৈরি, গ্রীল, দরজার ফ্রেম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ০৬টি বিভাগ যথা- 'গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে প্রণীত ডিপিপি প্রস্তাব গত ১২ মে, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং নতুন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআইএম** (ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। (খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে। (গ) 'ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫১.৩০ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ১৫.৯০% এবং বাস্তবঃ ২৫%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** ● প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাংগার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।প্রকল্পে নির্ধারিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ০২ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিআইএম এর ০১ জন অনুষদ সদস্যকে মাস্টার্স কোর্স করার জন্য ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে। নতুন ভবনের ০২টি বেইজমেন্ট নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ১ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
০৮.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৮)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):** • কেপিএমলিঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China" এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China আর্থকারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন করত: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। **২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)** •চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। • প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত। **৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি. (সিসিসিএল) :** সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।	**১। কর্ণফুলি পেপার মিলস লি.(কেপিএম):** কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল) এর জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China" এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপন সংক্রান্ত আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন করে বিসিআইসি বরাবর দাখিল করে। • প্রণীত প্রতিবেদনে বনায়ন সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা না থাকায়, বিষয়টি "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China কে অবহিত করা হয় এবং বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চাহিদাক্রমে সমঝোতা স্মারকের সময় সীমা ০২/১০/২০২১ অবধি বৃদ্ধি করা হয়। • পাশাপাশি কেপিএম এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রণীত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন বিসিআইসি এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা অনুসরণে তথ্য ও প্রতিবেদনসমূহ সংগ্রহ/প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। **২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :** সিসিসি প্রাঙ্গণে একটি নতুন ক্লোর-অ্যালকালি এবং ক্লোরিন সম্পর্কিত বেসিক কেমিক্যাল, কম্পাউন্ড (পিভিসি) প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত EOI (Expression of Interest) নোটিশ ২২/০৩/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। **৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :** • সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। • Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়।জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; Land Demarcation Committee এবং প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। বর্তমানে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত Memorandum of Association (MoA) এবং Article of Association (AoA) উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে EDII কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে বিসিআইসি-কে জানিয়েছে যে, শীঘ্রই কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এছাড়াও Land Demarcation এর কাজ চলমান রয়েছে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): • ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। **৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :** •পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। • উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২১-১১-২০১৯ তারিখে ডক ইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ওয়ার্কস এর সাথে প্রকল্প/বিসিআইসি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০১-১২-২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ এবং ২৪-১২-২০১৯ তারিখে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। • এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।	**৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):** ● ঢাকা লেদার কো. লি. (ডিএলসিএল) এর জায়গাটি বিসিআইসি এর নামে নিবন্ধিত নয়। এ প্রেক্ষাপটে, সংস্থার নিজস্থ নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।। পাশাপাশি, উক্ত প্রাঙ্গণে যৌথ উদ্যোগে নতুন কোন লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান (বেসিক কেমিক্যাল/এপিআই/অন্যান্য সুবিধাজনক) কারখানা গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে সামগ্রিকভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। **৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ এর ১০০.৫২ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করার কারণে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এ কোন ব্যবহৃত জমি না থাকায় ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত প্রি-ফেব্রিকেটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত স্থানে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. চালু করা/নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ নেই। **৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :** ● চুড়িহাট্টায় অগ্নিকান্ডের পরপরই পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম স্থানান্তরের জন্য বন্ধ কারখানা উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর জায়গায় 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিআইসি অধীনের বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণটাই জিওবি অনুদান। ● প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৮৮.৬৭ লক্ষ টাকা (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮.৭৫%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১৯.৭৩%। <u>প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি :</u> কাজ চলমান মোট গুদাম সংখ্যা: ৩২ টি Grade Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে: ৩২/৩২ টি Tie Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে: ৩১/৩২ টি Slab Casting: ৩০/৩২ টি	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		• প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত	<u>ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন) :</u> • Pile Casting = ৩২ টির মধ্যে ৩২ টি সম্পন্ন হয়েছে। • Pile Cap Casting = ৮ টির মধ্যে ৮ টি সম্পন্ন হয়েছে। • Grade Beam এর casting সম্পন্ন হয়েছে। • ৩য় Bracing Beam এর casting সম্পন্ন হয়েছে। • Column casting ১০০ ফুট এর মধ্যে ৪৪ ফুট সম্পন্ন হয়েছে। <u>আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন) :</u> • আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক সম্পন্ন হয়েছে এবং পাম্পরুমের কাজ চলমান রয়েছে।	
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে **(নির্দেশনা নং-৯)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	• সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট , ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে গত ০২-০৬-২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তারিখের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ক ও গ সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ: (ক) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে (Linked Database alongwith Software Based Automation) সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সামগ্রিক প্রক্রিয়া সমন্বয়সহ পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান Information Sharing) অবারিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (গ) কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একই ভবনে সংস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন ও ড্রইং সংশোধন করে একটি অনন্য নকশা (Unique design) প্রণয়ন করতে হবে। • উপর্যুক্ত ‘ক’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় অফিস বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কাযক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে। • অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা (রিট পিটিশন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায় এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে উপর্যুক্ত ‘গ’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত রিট মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে শুনানি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির সময় ০৪/১২/২০১৯ তারিখে ধার্য থাকলেও ঐদিন শুনানি হয়নি। পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ডিপিডিটি, এনপিও, বয়লার এবং এসএমই ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল এর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিপিডিটি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে **(নির্দেশনা নং-১০)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিএসটিআই :** • শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি) , ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	**বিএসটিআই :** শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদ যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সহ সর্বমোট ২১৯টি পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে (প্রথম শ্রেণী) উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গত ০৪-০৮-২০২০ তারিখে সংশোধিত আকারে সম্মতিপত্র জারি করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২৮/১০/২০২০ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে। **বিএবি:** বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। এ বিষয়ে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে **(নির্দেশনা নং-১১)** ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ।	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফলিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ : ● উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। ১০/০৩/২০২০ তারিখে মেশিনটি Installation শেষ করা হয়েছে। Commissioning এর কাজ চলছে। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রন: পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২/৪/২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) এবং BCIC এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৬/০৭/২০২০ তারিখে সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য ২৬/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ১৪/০৮/২০২০ তারিখে CMC,China তাদের মতামত প্রেরণ করেছে। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়কে ৩০/০৮/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ০৩/০৯/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে CMC,China এর সাথে MOU এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করেছে বলে জানিয়েছেন। CMC,China গত ০৪/১০/২০২০ তারিখ থেকে আরো ০১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছে। বিষয়টি ১৪/১০/২০২০ তারিখের পত্র দ্বারা শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। • বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআই সি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএসইসি:** • গবেষণা সেল গঠন। সুনির্দিষ্ট মাকেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে **বিএসএফআইসি:** কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।	**বিসিক:** ১৪টি, মেলার অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৬টি, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন এবং পণ্য মেলার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ০৪টি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় শহরে ১০ দিন ব্যাপি এবং বাকি ৫৬ টি জেলা শহরে ০৭ দিন ব্যাপি "বিসিক শিল্প মেলা" আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ঐক্য ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের মধ্যে ২৩-০৭-২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম www.oikko.com.bd এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন। **বিএসইসি :** দেশীয় ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রি, বৈদিশিক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হয়। **বিএসএফআইসি:** ➢ কোভিড-১৯ এর কারণে সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় গবেষণার সময়সীমা জানুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ➢ অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ এর প্রেরিত সম্প্রতি গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ : ১) ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ৩০° সে. তাপমাত্রায় Alcohol yield পাইলট প্লান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) ৫.৬% (v/v) হতে ৬.৬০২% (v/v) হয়েছে। ২। ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ০.২ vvm এয়ারেশনে Alcohol এর increment পাইলট প্লান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) ৩৩.৮৫% হয়েছে। বর্ণিত ১ ও ২ এর ফলাফল দ্বারা গবেষণা কাজ সফলতার দিকে এগিয়েছে বলে গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। ➢ **এসএমই ফাউন্ডেশন :** এসএমই ফাউন্ডেশনের গবেষণা উইং হতে' International Journal of SME development' শীর্ষক জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে। জার্নালটির চূড়ান্ত মুদ্রণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।	
১২.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা **(নির্দেশনা নং-১২)**	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১।	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১১৫৬.৭০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৭০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৩.৩৪ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার: আর্থিকঃ ৯৯.৭১% এবং বাস্তব ৯৯.৭১%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর গত ০৯/১২/২০২০ ও ১৪/১২/২০২০ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	২০/৭/২০১৪ খ্রি.		৪.১ শিল্প মন্ত্রণালয় বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় পরিশোধযোগ্য ব্যয় পরিশোধ সাপেক্ষে 'ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত সমাপ্ত করার প্রয়োজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং ৪.২ "ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (feasibility) সম্পন্ন করবে।" ● পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে।	
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ **(নির্দেশনা নং-১৩)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.		**বিসিআইসি :** **(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ - ৮৭২ জন :** কর্মকর্তা পরিচালক-১+সিনিয়র জিএম-২২+জিএম-৪৯+ ডিজিএম-১৬১+ ব্যবস্থাপক-৮৮+ উপ-ব্যবস্থাপক-৩১৬) =৬৩৭ সরাসরি (১০০%) পদোন্নতিযোগ্য এবং সহ: ব্যবস্থাপক - ১৪৩ (৫০%) ও সহ: কর্মকর্তা- ৯২ (৫০%) = ৮৭২ পদোন্নতিযোগ্য। **(খ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য-(১৬৫+২৬০) ৪২৫জন (৫০%):** **(১) ১৩-০৬-২০১৭খ্রি. ১৫৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম:** ৯ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ১৮ জন এবং নন-টেকনিক্যাল পদে ৮৭ জন, ১০ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ২২ জন এবং নন-টেকনিক্যাল পদে ২৯ জনসহ সর্বমোট ১৫৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ১৩-০৬-২০১৭ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত ১৬১ জন (১০৮ জন ৯ম গ্রেড এবং ৫৩ জন ১০ম গ্রেড) প্রার্থীর মধ্যে ১৫৯ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ০২ (দুই) জনের ভেরিফিকেশনে আপত্তি জ্ঞাপন করায় তাদেরকে পদায়ন করা হয়নি। এছাড়া প্যানেল হতে নির্বাচিত আরো ২৭(সাতাইশ) জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্যানেল হতে নির্বাচিত ০১ (এক) জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন পাওয়ার পর নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। **(২) ২৪-০৯-২০১৮খ্রি. ১৩০ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম:** ৯ম গ্রেডের টেকনিক্যাল পদে ৬৫ জন ও নন-টেকনিক্যাল পদে ৫ জন এবং ১০ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ৪১ জন ও নন-টেকনিক্যাল পদে ১৯ জন সর্বমোট ১৩০ জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য গত ২৪-০৯-২০১৮তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ১২১ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন পাওয়ায় নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্টদের পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নের পর তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ২টি নিয়োগ কার্যক্রমে মোট প্রেরিত ৩৪২টি ভিআর ফরমের মধ্যে ৩৩৯টি সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অপর দিকে ৩টি ভিআর ফরম সম্পন্ন হয়ে ফেরত আসে নাই। বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ১০ম গ্রেডে ৩১৭টি পদে কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			(৩) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : কর্মচারী ও শ্রমিক (২৬২০+২১৩৫) ৪৭৫৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ২৯৭৮ জন দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং ১১৬১ জন আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ মোট (২৯৭৮+১১৬১) ৪১৩৯ জন নিয়োজিত আছে। সংস্থাধীন পে-অফ কারখানা সমূহ হতে রিট পিটিশনকারী ১৫০৮ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৫৬ জন কর্মকর্তা/কমর্চারী/শ্রমিককে পুন:বহাল করা হয়েছে। পুন: বহালকৃত কর্মচারীগণকে প্রধান কার্যালয়সহ কারখানাসমূহের শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাছাড়া, ডেলিগেশন পাওয়ার অনুযায়ী কারখানাসমূহে ১২-২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিসিক :** ▪ ৪র্থ গ্রেডে উপমহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ▪ ৬ষ্ঠ গ্রেডে উপ-ব্যবস্থাপক ও সমমান পদে ২২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত পদে ৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। ▪ ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২১৯টি পদে জনবল নিয়োগের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ বিসিকের ৪২ ক্যাটাগরির শূণ্য পদের মধ্যে ২৭ ক্যাটাগরির (বেতন গ্রেড-০৩ হতে ১০ গ্রেড পর্যন্ত) শূণ্য পদ সমূহের বিপরীতে ১৮-০৬-২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ। **বিটাক :** বিটাকে নিয়োগযোগ্য ৩২টি পদে ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকী শূন্য পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। যা খুব শীঘ্রই পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। **বিএসএফআইসি :** করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারণে সংস্থার শূন্য পদে নিয়োগ আপাতত বন্ধ আছে তবে সংস্থার পদোন্নতির মাধ্যেমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম চলমান। **ডিপিডিটি :** অধিদপ্তেরের শূণ্য পদ পূরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নরুপ: শূণ্য পদের সংখ্যাঃ ৪৭ টি ● প্রোগ্রামারের প্রথম শ্রেণীর একটি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে গত ১৮/১১/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ● প্রথম শ্রেণীর এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামারের একটি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিত গত ১০/০২/২০২১ তারিখে চেকলিষ্ট অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ● শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক গত ৩১/০১/২০২১ তারিখে এক্সামিনার, পেটেন্টস (জেনেটিক	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			টেকনোলজি বা বায়োটেকনোলজি) এর জন্য চেকলিস্ট ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। ● ০৩ টি ১ম শ্রেণীর এক্সামিনার এর বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত ১৬-০২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ● ১ম শ্রেণির এক্সামিনার (ট্রেডমার্কস) এর সংরক্ষিত আরোও ০১ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিলো। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য চাওয়া হলে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য গত ১৫/০৩/২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ● এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট) এর ০১টি শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ১৫/০৩/২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● গত ০১/০২/২০২১ তারিখে ৩য় শ্রেণির আরো ০২ টি শূন্য পদ নিয়োগের ছাড়পত্র চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে ১৬/০৩/২০২১ তারিখে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ● ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১২ টি শূণ্য পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ● বিজ্ঞাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সাথে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ৩য় শ্রেণির আরো ০৮টি পদ একীভূত করে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত ০৮টি পদে পৃথক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। চলমান নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত পদসমূহে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ● ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক এর ০২ টি শূন্য পদে চলমান নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ● সম্প্রতি একজন অফিস সহায়ক পি.আর.এল-এ গমন করায় পদটি শূন্য হয়েছে। নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ছাড়পত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএসটিআই :** বিএসটিআই'র অনুমোদিত পদ ৬৬৬ টি। বর্তমানে অনুমোদিত পদ ২৪১ টি ১২৬টি শূণ্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯ম গ্রেডে ৮৬টি, ১১শ গ্রেডের ১টি, ১৩-১৬তম গ্রেডের ১৪টি এবং ১৮-২০তম গ্রেডের ২৫টি শূণ্য পদ পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গ্রেড ৩য় ও ৪র্থ এর ৩৬ টি পদে প্রস্তাবিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্র টেলিটকের মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল পদে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে। গ্রেড ৯ম এর ৮৬টি, গ্রেড ১১শ এর ১টি ও গ্রেড ২০তম এর ৩টি শূণ্য পদ পূরণের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাইয়ের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। **বিএসইসি :** বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রথম শ্রেণির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (হিসাব, কারিগরী এবং সাধারণ) ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতির বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২১/১০/২০২০ তারিখ ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			লি: এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বিএসইসি'র কর্মচারী প্রবিধানমালা-১৯৮৯ এর তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহের নিয়োগের বয়সসীমা এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত নিয়োগের বয়সসীমা আলাদা হওয়ায়, এ বিষয়ে মতামতের জন্য গত ২২-০২-২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে বিএসইসিতে তথ্য চাওয়ার প্রেক্ষিতে গত ১৩/০৪/২০২১ তারিখে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। জনবলের শূণ্যতাপূরণের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের প্রস্তুতির জন্য ২৩-০৫-২০২১ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লি: কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ৩ (ক) এর আলোকে বিএবি'র জনবল নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটি নতুন সৃজিত বিভিন্ন গ্রেড/শ্রেণি/পর্যায়ের ২০টি পদসহ (অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন) ০৫টি শূন্য পদে আইন/বিধি মতে একইসাথে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **বিআইএম:** মোট ৫৫টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ কমিটি গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **এনপিও :** মোট শূন্যপদ ১১টি, এর মধ্যে সরাসরি ৯টি, পদোন্নতির মাধ্যমে ২টি। সরাসরি পূরণযোগ্য: ৯ম গ্রেডের শূন্য ২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ১২তম গ্রেডের ২টি এবং ১৩তম গ্রেডের ১টি পদ পদোন্নতি দেয়ায় শূন্য হয়েছে। ১৬তম গ্রেডের ১টি পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ১৪তম গ্রেডের ১টি ও ১৬তম গ্রেডের ৩টি পদসহ মোট ৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৩০-১০-২০২০ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু গত ১৯-১০-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উহা স্থগিত করা হয়। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য: ৬ষ্ঠ গ্রেডে যুগ্ম পরিচালকের ১টি পদে পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৪ টি। যার মধ্যে কর্মরত রয়েছে ৯২ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৫২ টি। শূন্য পদগুলি হচ্ছে উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) ৫টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১টি, ড্রাইভার (গ্রেড-১৬) ৬টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ২৩টি। বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) এর ৫টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬), সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯), সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯), সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯), সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) এর শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের নিয়োগবিধি সংশোধন করা প্রয়োজন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর ০১টি পদ গত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে শূন্য হয়েছে। অতি সত্বর পদটি পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। গাড়ী ক্রয়ের পর ড্রাইভার (গ্রেড-১৬) এর ০৬টি শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) এর ২৩টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক গত ০৯/০৬/২০২১ তারিখ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিয়োগ প্রদান করা হবে। **এসএমই ফাউন্ডেশন :** এসএমই ফাউন্ডেশনের মোট অনুমোদিত পদ ১৫৩টি। এর মধ্যে কর্মরত জনবল ৬৫টি পদ এবং শূন্য রয়েছে ৮৮টি। বিবেচ্য মাসে নতুন কোন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই।	
১৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার **(নির্দেশনা নং-১৪)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বিএসইসি** : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন কাজ চলছে।	**বিএসইসি** : ● বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রথম শ্রেণির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (হিসাব,কারিগরী এবং সাধারণ) ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গত ১১-০৬-২০২১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো ও দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন পত্র গ্রহণের সময়সীমা ১৩ জুন হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ছিল। ● বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে সরবরাহের লক্ষ্যে সভা আহবান ও পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে গত ১৩-০৬-২০২১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ● বিএসইসি'র অধীনস্থ ইষ্টার্ণ কেবলস লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্য ডিপিএম এ ক্রয়ের অনুরোধ জানিয়ে গত ০৭-৬-২০২১ তারিখ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● বিএসইসি'র অধীনস্থ গাজী ওয়্যারস লি: এর উৎপাদিত সুপার এনামেল তামার তার ডিপিএম এ ক্রয়ের অনুরোধ জানিয়ে গত ৬-৫-২০২১ তারিখ চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● বিএসইসি'র অধীনস্থ প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: এর সিবিইউকৃত ৭১ টি এ্যাম্বুলেন্স গত ২৭/০৬/২০২১ তারিখ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করেছে। ● বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		বিএসএফআইসি : করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	**বিএসএফআইসি :** ➢ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। ➢ আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ➢ পদ্মা অয়েল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়। ➢ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়। ➢ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ➢ বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	
১৫.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন **(নির্দেশনা নং-১৫)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	• মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয় এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জানুয়ারি ২০০৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৬৭৫৬.৫৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৮৯% এবং বাস্তব ৯৬%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** • উদ্যোক্তা তহবিলের আওতায় সিইটিপি নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের গ্যাস লাইন সংযোগ এবং মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬-১১-২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন।	বিসিক
১৬.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ **(নির্দেশনা নং-১৬)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	• "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা" প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। • চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১৭১০.৭৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯০% এবং বাস্তব ৯৬%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** ▪ প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, প্রশাসনিক ভবন (১ম ও ২য় পর্ব), পুলিশ ফাঁড়ি, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার, প্রবেশ সড়ক, ড্রেন-কালভার্ট, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন, কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, রিজার্ভার (২টি), সাব স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন, শিল্প নগরীর বাউন্ডারী ওয়াল ও কমন	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			ইউটিলিটিজ এরিয়ার বাউন্ডারী ওয়াল, সাইন বোর্ডসহ মেইন গেইট নির্মাণ, স্ট্রিট লাইট স্থাপন, সিসিটিভি স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, লিফট স্থাপন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ ০২ টির মধ্যে একটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ইলেকট্রিক ফ্লোমিটার স্থাপন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ▪ ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ ০২ টির মধ্যে অপরটির কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ইলেক্ট্রিক সোর্স লাইন এর কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ ক্যাটাগরির ফায়ার স্টেশন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ চীন হতে ০৪ (চার) জন প্রকৌশলী দেশে এসেছেন এবং সিইটিপি অটোমেশন এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।	
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা) **(নির্দেশনা নং-১৭)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	● ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। ● ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৭০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৫৯.১৬ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হার : আর্থিক ৯৪.৪৫%, বাস্তব ১০০%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে নির্মিত অফিস ভবন গত ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। **প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় এটি বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে গত ০৪/০৫/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিএসটিআই।
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ **(নির্দেশনা নং-১৮)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম: বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামুলক ২২৭ টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ (বাটার, কনডেন্সড মিল্ক, হানি, চকোলেট, আইসক্রিম, চানাচুর, কেক ইত্যাদি) মোট পণ্যের সংখ্যা ৮৮টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৮৪টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত জুন ২০২১ মাসে বিএসটিআই গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ: ● কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা: ১২৬টি ● কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে পরিচাললিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা দায়েরের সংখ্যা: ২২৫টি	বিএসটিআই।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			• কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা: ২২৫টি • কৃষিজাত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ: মোট ১৬০.৭৩ লক্ষ টাকা। • জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০৮ টি □ করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরী সেবা কার্যক্রম এবং দেশী ও আমদানিকৃত পন্যের নমুণা সংগ্রহ, পরীক্ষন ও লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ **(নির্দেশনা নং-১৯)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা :** • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে	**(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :** নির্দেশনার ০৮(২) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি. :** নির্দেশনার ০৮(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) :** প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :** নির্দেশনার ০৮(৪) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।** বিআইএসএফ কারখানাটি অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে গঠিত কমিটি আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন করেছে। •খসড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর মতামতের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। •তন্মধ্যে তিনটি বিভাগ থেকে মতামত পাওয়া গেছে। অন্যান্য বিভাগের মতামত পাওয়া গেলে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। •পাশাপাশি বিআইএসএফ-কে ৩/৪ বছর চালু রাখার জন্য আরএপি (Rehabilitation Action Plan) প্রণয়ন করা হচ্ছে।	বিসিআইসি
২০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।		• অনুমোদিত ১ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। সমুদয় চিনি বিক্রয় করা হয়েছে। • শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ১.০০ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)-কে বলা হয়। সে অনুযায়ী বিএসএফআইসি এ বিষয়ে ২৯.০১.২০২০ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করে। ১৪-০৩-২০২০ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সংস্থার অর্থ সংকট থাকায় এবং কোনভাবেই অর্থের সংস্থান করতে না	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-২০) ১২/০৪/২০০৯		পারায় উক্ত ক্রয় কার্যটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ● পূর্বের আমদানিকৃত সমূদয় চিনি (১০৭৭৯২.৭৯০ মে. টন) বিক্রয় হয়ে যাওয়ায় এবং সংস্থার অর্থ সংকটের কারণে নতুনভাবে চিনি আমদানি করা সম্ভব নয় বিধায় বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭/১০/২০২০ তারিখের ৩৬.০৪.০০০০. ০৫১. ১৬.০০৮.২০-৫২২ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
২১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা **(নির্দেশনা নং-২১)** ১২/০৪/২০০৯	● "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯১.৩৩ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২.৭৪% এবং বাস্তব ১৬%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্দেশনামতে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে 'নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৪-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়।	বিএসএফআই সি
২২.	র-সুগার আমদানি **(নির্দেশনা নং-২২)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.		"ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" এবং "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয় সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিএসএফআই সি
২৩.	রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন **(নির্দেশনা নং-২৩)** ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	● গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব বিআইএম হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ● প্রস্তাবিত বাজেটের উপর গত মার্চ/২০২১ মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দুই দফায় বাজেট রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ● উক্ত সভায় ২০২১- ২২ অর্থবছরে উক্ত গবেষণা সম্পাদনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● প্রস্তাবিত বাজেট বিআইএম –এর অনুকুলে ছাড় করার পরবর্তি ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	"রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি		➢ বর্তমানে ১৫টি চিনিকল ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক।	বিসিআইসি/ বিসিক/

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” **(নির্দেশনা নং-২৪)** ২২/০৫/২০১৮		➢ ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➢ “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি ১০-০৮-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটি'র সিদ্ধান্তমতে সংশোধন কাজ চলমান। ➢ কেরু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক "অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেরু ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন" প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেরু ডিষ্টিলারির ইফ্লুয়েন্ট/বর্জ্য বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রয়িং ডিজাইন সংশোধন কাজ চলমান। ➢ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর Feasibility study-এর কাজ চলমান, যথা: [(১) Sharkara International of UAE (২) International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌদি আরব এবং (৩) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড]। এছাড়াও বেশ কছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।	বিএসএফআইসি
২৫.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। **(নির্দেশনা নং-২৫)** ২২/৫/২০১৮ খ্রি.	• “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	➢ “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্লান্ট সন্নিবেশিত আছে। তাই বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সাপেক্ষে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ➢ বিট চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট চাষ করা হচ্ছে। এ চাষে বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা এর সাথে যোগাযোগ আছে। ➢ বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না।	বিএসএফআইসি
২৬.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন **(নির্দেশনা নং-২৬)** ০৭/১১/২০১৭	বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও ধাদাসভূইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত ক্রসবার ৩ ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে	▪ “**বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম**” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত বেজা হতে ৩২২.৭০ একর জমিতে ১৭২৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ পরবর্তীতে ২৩-০৩-২০২১ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বেজার নির্বাহী পরিচালকের ওভার ফোন কথোপকথনকালে বেজার নির্বাহী পরিচালক জানান বেজা থেকে বিসিককে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। ▪ এ পরিপ্রেক্ষিতে জমি বরাদ্দের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা অন্যথায় জমি বরাদ্দের অনুকূলে জমাকৃত ১% আর্নেস্টমানি বিসিককে ফেরত প্রদানে অনুরোধ জানিয়ে ২৬-০৩-২০২১ তারিখে ব্যাজা নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ বেজার বাহিরে বিকল্প জায়গা নির্বাচনের জন্য জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে পত্র দেয়া হয়েছে।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারী জোনে সংস্থান রাখা হবে।	**"বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী"** শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গত ১৮-১০-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ▪ রাজশাহী শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গত ১৮-১০-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাবতা, পানির উৎস, শিল্পনগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসচার্স করার পরযাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়াদি যাচাইকরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ▪ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী নওগা/রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বাছাইকরণ ও সম্মতি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, রাজশাহী এর বরাবর ২১-০১-২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে ১২৪.২১০১ একর জমি মূল্যসহ সম্মতি পত্র পাওয়া গেছে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে । ▪ বিসিক কমিটি চিহ্নিত নতুন প্রকল্পস্থানটি পরিদর্শনপূর্বক ক্রস-সেকশনসহ পূর্তকাজের ড্রইং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ প্রক্রিয়াধীণ।	
২৭.	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৭)** ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা শিরোনামে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩৫২০৩৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৯-০২-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি তে শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান রাখা হয়েছে।	বিসিক
২৮.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৮)** ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধনী) তে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ডিপিপি থেকে বাদ দিতে নির্দেশনা প্রদান করে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্পনগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে।	বিসিক

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/ খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	"দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলেটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফাটিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ণ প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত